সমকাল

তারিখ ... 26. AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ......

শিক্ষার্থীশূন্য বরিশালের শতাধিক বিদ্যালয়

গণহিস্টিরিয়া আতঙ্ক

বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত কয়েক ছাত্রী

■ পুষ্পক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

ছুটির দিন না হলেও গতকাল মঙ্গলবার বরিশাল সদর উপজেলার চাঁদপুরা ইউনিয়নের দুর্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীও উপস্থিত ছিল না। শিক্ষার্থীরা আসেনি, ক্লাসও হয়নি। তাই অফিসকক্ষে বসেই সময় পার করলেন প্রধান শিক্ষকসহ কয়েক শিক্ষক। একই চিত্র দেখা গেল চরকাউয়া ইউনিয়নের নয়ানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সংলগ্ন আজাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। কারণ হিসেবে জানা গেল, গণহিস্টিরিয়া আতঙ্কে কোনো শিক্ষার্থীই স্কুলে আসেনি।

দুর্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত ২০ আগস্ট ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ১৬ শিক্ষার্থী আকস্মিক অচেতন হয়ে পড়ে। প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান জানান, এখনও ৯ শিক্ষার্থী বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার নয়ানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আজাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৬ শিক্ষার্থী হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়। গতকাল মঙ্গলবার চরমোনাই ইউনিয়নের চরহোগলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মনির হোসেনসহ ১৩ শিক্ষার্থী একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চরহোগলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম জানান, বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ শিক্ষক মনির হোসেন ও ১২/১৩ ছাত্রছাত্রী অচেতন হয়ে পড়েন। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আফিয়ানা, মনিকা, মুক্তা, বীথি, সাথী, আকিদা ও শারমিনকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়াও চাঁদপুরা ইউনিয়নের দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রফুল্ল সাহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও গতকাল ৪/৫ জন শিক্ষার্থী হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ে।

দু'তিন দিনে পাঁচটি মাধ্যমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় সদর উপজেলার ৫ ইউনিয়নের মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিস্টিরিয়াভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্ক বিরাজ করছে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যেও। উপজেলার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

শিক্ষার্থীশূন্য

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

প্রতিদিনই হ্রাস পাচ্ছে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা। এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। চরকাউয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম ছবি জানান, তার ইউনিয়নে প্রায় ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নয়ানি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আজাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণহিস্টিরিয়ার ঘটনার পর শিক্ষার্থীরাও ভয়ে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। অভিভাবকরাও আতঙ্কিত হয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না।

টুঙ্গিবাড়িয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বাহাউদ্দিন আহম্মেদ জানান, তার ইউনিয়নেও মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। একই অবস্থা চরমোনাই, চাঁদপুরা ও চন্দ্রমোহন ইউনিয়নের অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বরিশালের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো. আবুল কালাম আজাদ সমকালকে বলেন, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (বরিশাল) ড. মোস্তাফিজুর রহমান এবং জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন্নাহার আফরোজ বলেন, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে বাধা না করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষকদের। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সচেতনমূলক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

রোগটি সম্পর্কে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সাইয়েদুর রহমান বলেন, অতিরিক্ত মানসিক চাপসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখাদেখি অন্যরাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি ভয়াবহ কোনো রোগ নয়।

হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তপন সাহা হিস্টিরিয়া প্রসঙ্গে বলেন, এটি আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো অসুখ নয়। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপমুক্ত রাখার পরামর্শ দেন তিনি। এ ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন করা প্রয়োজন।